তারিখ ... 08 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা ও প্রশ্নপত্র ফাঁস

শেখ মুহম্মদ বেলাল হোসেন

সূর্যের আলো পুরো পৃথিবীকে আলোকিত করে। পৃথিবীর রূপ-বৈচিত্র্য আমাদের সামনে দৃশ্যমান করে। তেমনি শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞান আমাদের মন ও জীবনকে আলোকিত করে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো সাফল্য-ব্যর্থতা, গ্লানি কিংবা গর্বে সমান অংশীদারিত্বের, স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্বপ্ন স্রষ্টার সম্পর্ক।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে এখন প্রবেশ করেছে কৃত্রিমতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ আর লাভের হিসেব। মিথ্যের বেসাতি করে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনে ছাত্র-শিক্ষককে বন্ধু বলা অবশ্যই ভণ্ডামি। ওস্তাদ-সাগরেদ কখনো বন্ধু হতে পারে না।

একটা সময় ছিল যখন ছাত্ররা নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুয়ে দিত। আজ সেই হাতে তারা শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। আবার শিক্ষক যে হাত আশীর্বাদে, উৎসাহে, শুভকামনায় ছাত্রের মাথায় রাখতেন, সেই হাতে তাঁরা কোমলমতি শিক্ষার্থীকে বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করছেন।

শিক্ষার্থীরা এখন শিক্ষককে ব্যবহার করতে চায় অসদুপায়ে ভালো ফল লাভের আশায়। অন্যদিকে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে অর্থ লাভের হাতিয়ার হিসেবে। আগে যেখানে শিক্ষকতা মহান পেশা ছিল এখন তা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে এখন স্বার্থের সম্পর্ক বিদ্যমান। ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই এখন শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতিতে যুক্ত। ফলে সেখানেও তাদের মধ্যে রয়েছে আপসের সম্পর্ক। তবে প্রত্যেক ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক এমন নয়, এখনো সৎ শিক্ষক ও ভালো ছাত্ররা আছে। তবে তাঁদের সংখ্যা দিন দিন কমছে।

একজন শিক্ষক তাঁর মূল্যবোধকে ভুলে গিয়ে, নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে ছাত্রদের শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবহার করছেন। ছাত্রদের জিম্মি করে তাদের কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা আদায় করছেন। এমনকী শিক্ষার্থীরা তাদের পাশবিকতারও শিকার হচ্ছে। যাকে মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়, তিনি তার নীতি ভুলে ছাত্রদের ডিগ্রিলাভের শর্টকার্ট উপায় বলে দিচ্ছেন।

শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা নেই। অভিভাবকেরাও সচেতন নন। ফলে ছাত্ররা বিনাশ্রমে সর্বোচ্চ ফলাফলের জন্য শিক্ষকের সঙ্গে আঁতাত করছে। শিক্ষক-ছাত্রের লেনদেনের সম্পর্কের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে প্রশ্নফাঁসের মতো অপরাধ।

শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তাঁদের বেতনভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে তাঁরা সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারেন। শিক্ষকতাকে শুধুমাত্র মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেই হবে না বরং তা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

উপসংহার: একজন ভালো শিক্ষক একজন ছাত্রের জীবন আমূল বদলে দিতে পারেন। তাকে নবজন্ম দিতে পারেন। সম্ভাবনা আর সাফল্যের দুয়ারেও পৌঁছে দিতে পারেন। তাই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত ও দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। স্নেহ-ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা-সম্মানে যে সম্পর্ক রচিত হয় সেই সম্পর্ক যেন সর্বদাই অটুট থাকে। আর এখানেই রাষ্ট্রের বিরাট দায় রয়েছে। শুধু মিষ্টি কথার ডালি নিয়ে সভা-সেমিনারে স্বপ্ন দেখালেই হবে না, জনগণের কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, রাষ্ট্রযন্ত্র আসলেই জাতিকে সুশিক্ষিত করতে চাচ্ছে।

কুড়িগ্রাম